121

আজকের কাগজ

তারিখ 02 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ২৭০ জন ছাত্র ছাত্রীর পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত

ছাত্রদলের সন্ত্রাসিদের হাতে কলেজ প্রশাসন জিম্মি

মীর মনিরুজ্জামান ঃ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ২য় ও ৫ম বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে ২৭০ জন ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কলেজ প্রশাসন ছাত্রদলের সন্ত্রাসিদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ৫ম ও ২য় বর্ষের সিলেবাস অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিলো।

সেই মোতাবেক উক্ত বর্ষের ফরম ফিল আপ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু ছাত্রদলের সন্ত্রাসিদের প্রতিবন্ধকতার কারণে ছাত্ররা ফরম ফিলাপ করতে পারেনি। জানা গেছে, কলেজ প্রশাসন চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্যে যথারীতি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করেন কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগের কারণে ৫ম বর্ষের ৩৫ জন ছাত্রের মধ্যে কিছু ছাত্রকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত করে। প্রয়োজনীয় ক্লাসে হাজির না থাকার কারণে তাদেরকে অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়। উক্ত সন্ত্রাসী মহল জানায় তাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেয়া হলে কোনো ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারবে না। এই দাবিতে তারা ফরম ফিলাপের নির্দিষ্ট দিনে যোগ্য ছাত্র ছাত্রিদেরকে ফরম ফিলাপ বাধা প্রদান করে। যে কারণে সাধারণ ছাত্রছাত্রিরা সন্ত্রাসিদের প্রতিরোধের কারণে ফরম ফিলাপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে করে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রিদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে একই বর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রিদের পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। ফলে কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে চাপা উত্তেজনা আতংক বিরাজ করছে। যে কোনো সময় বড় ধরনের সহিংসতা সংঘটিত হতে পারে। কলেজ ক্যাম্পাসের ও ছাত্রাবাসের নিরীহ ছাত্ররা আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ সময় ক্যাম্পাস থেকে বাইরে অবস্থান করছেন। ছাত্রদের আসবাবপত্র তাদের আত্মীয় স্বজনদের বাসায় স্থানান্তরিত করেছেন। ক্যাম্পাসে অস্ত্রের মহড়া চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে কলেজ প্রশাসন কিংকর্তব্য বিমূঢ়। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষা প্রফেসর ডাঃ করিম মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি জানান এই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা কামনার ইচ্ছা থাকলেও সাধারণ ছাত্রদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আপাতত সে দিকে যাচ্ছি না। কারণ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতার মাধ্যমে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে সাধারণ ছাত্ররা সন্ত্রাসী মহল কর্তৃক নাজেহাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলেজে রাজনৈতিক সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এদিকে আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।